দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 MAY 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

058

28

প্রিয় অপ্রিয়

সত্যদর্শী

'হীরক রাজার দেশের' সেই উক্তিটি আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। 'জ্ঞানের কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই'বলে সেই যে জ্ঞানের জগতকে আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা। শিখে কি হবে, জেনে কি হবে, যেভাবে পারো মানুষের এই জ্ঞানার্জনের পথ-টাকে রুদ্ধ করে দাও। তার জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা যাতে জাগ্রত না হয়, সে ব্যবস্থাই করো। এই ছিলো 'হীরক রাজার দেশের' প্রচলিত নিয়ম। বলা বাহুল্য, এটি কোন কল্পজগতের চিন্তা নয়, বাস্তব জগতেই জ্ঞানার্জনের পথে এমনি অসংখ্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ছিলো। আজো তার সব বাধা দূর হয়নি। কিন্তু মানুষ জ্ঞানার্জনের পথে আরোপিত এই বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করেছে। এসব কোনো কিছু দিয়েই তার জানার ইচ্ছাকে প্রতি-হত করা যায়নি। মানুষের জানার ইচ্ছা অদম্য। সেই আদিমকাল থেকেই মানুষ কেবল জানতে চায়। বিশ্বজগৎ ও বিশ্ব প্রকৃতির এই অনন্ত রহস্য তাকে কেবলই বিস্ম-য়াবিষ্ট করে। বিশ্ব প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে সে কেব-লই জানতে চায়। মানুষের জানার এই অদম্য ইচ্ছা তাকে প্রশ্ন করতে শেখায়, কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করে তোলে। মানুষের জানার এই অদম্য ইচ্ছা ও জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব। তার বিকাশ ও উন্নতিও হয়েছে এই পথেই। না হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশও কোথাও না কোথাও এসে থেমে থাকতো। তা যে থাকেনি মানুষের নিরন্তর কৌতূ-হল ও অনুসন্ধিৎসাই তার কারণ। মানুষের সব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার আজো উত্তর মেলেনি। কতো-ভাবেই না মানুষ এই জ্ঞানার্জন করে চলেছে। তার বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অসংখ্য উৎস থেকে সে প্রতিনিয়ত শিক্ষা লাভ করে। পরিবার, পরিপার্শ্ব, সমাজ, প্রকৃতি, চরাচর এই সব-কিছুর কাছ থেকেও বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘটে তার। তাই যে মানুষের কোনোদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষা-লাভের সুযোগ ঘটেনি, দেখা যায় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সেও অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছে। প্রকৃতিই তার শিক্ষক। 'বিশ্ব আমার পাঠশালা ভাই সবার আমি ছাত্র'। রবীন্দ্রনাথের পরি-বারই ছিলো একটি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মতো। তাই জ্ঞানের যেমন কোনো শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই মানুষের জীবনে শিক্ষা বা জানার সুযোগ বা উপকরণেরও। সমাজ, পরিবেশ ও বাস্তব জীবন থেকে প্রতিনিয়ত সে শিক্ষালাভ করছে। এরপরও মানুষ জানতে চায়। বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তার কৌতূহল অন্ত-হীন। মানুষ জানতে চায় বিজ্ঞা-নের কথা, আবিষ্কারের বিষয়, ভ্রমণ কাহিনী, দুঃসাহসিক অভি-যানের ঘটনা, ইতিহাস ও ভূগোলের বিষয়, দৈনন্দিন ঘটনা-বলী, খেলার খবরসহ আরো অসংখ্য বিষয়। তার জানার ও জিজ্ঞাসার বিষয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত করাও নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। মানুষের কৌতূহল বিচিত্রমুখী। এই বিচিত্রমুখী কৌতূ-হল ও জিজ্ঞাসার উত্তর সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকোষেও সংকুলান হবে না সে কথা সত্য। কিন্তু তার-পরও মানুষের এই বিচিত্রমুখী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার কথা মনে রেখে সবদেশে ও সব ভাষাতেই এই ধরনের বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। বিশ্বকোষ যাঁদের হাতের কাছে আছে তাঁরা সহজেই অনেক জিজ্ঞাসার জবাব পেতে পারেন। 'ছোটদের বুক অব নলেজ' 'ছোট-দের বিশ্বকোষ' জাতীয় বই ছোটোদের উপযোগী করে লেখা হলেও বড়োদেরও অনেক কাজে লাগে। এছাড়া আমাদের দেশে সাধারণ জ্ঞানের কিছু বইও বাজারে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে পরী-ক্ষার কথা মনে রেখে রচিত হলেও এ জাতীয় কোনো কোনো বইয়েও সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভূগোল ও চলতি ঘটনার অনেক তথ্যই আমাদের চোখে পড়ে। এ, বড়া-লের 'সাধারণ জ্ঞান' নামক বইটি এমনি একটি প্রয়োজনীয় ও সহা-য়ক বই। দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসারই এতে উত্তর আছে। সব তথ্য ও পরি-সংখ্যান তো আর মাথায় রাখা যায় না। সেদিক থেকে হাতের কাছে এমনি একটি দরকারী বই পেলে অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসারই উত্তর পাওয়া যায়। বইটির নাম 'সাধারণ জ্ঞান' হলেও এতে অনেক বিশেষ জ্ঞানের কথাও আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য-শিল্প ও সমসাময়িক বিশ্ব-ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের জানার সুযোগ সীমিত। আমাদের দেশে বই-পুস্তকের যেমন অভাব তেমনি অভাব তথ্য সরবরাহেরও। কেবল আমাদের দেশেই নয়, সব উন্নয়ন-শীল দরিদ্র দেশেই কমবেশি এই সমস্যা। তথ্য সরবরাহ ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বে সমস্যা অনেক। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলোতে অবাধ তথ্য সরবরাহ ও তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। সে জন্যই এই ধরনের সহায়ক গ্রন্থও বেশ কাজে লাগে। বড়ালের 'সাধারণ জ্ঞান' বইটিতে 'বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং তাঁহাদের অবদান' নামক অধ্যায়টিতে যেমন আর্কিমিডিস, নিউটন, আইনষ্টাইনের জন্ম ও আবিষ্কারের কথা আমরা জানতে পারি, তেমনি জানতে পারি 'ভৌগো-লিক আবিষ্কারক' পর্যায়ে কলম্বাস, জেমস কুক ও ডেভিড লিভিংস্টো-নের কথাও। তবে এক্ষেত্রে প্রয়ো-জন বিশ্বকোষ জাতীয় কোষগ্রন্থের। সেদিকে তেমন কোনো উল্লেখ-যোগ্য উদ্যোগ এখনো দেখা যায়নি। আগেই বলেছি কেবল আমাদের দেশেই নয়, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ-গুলোতেই জ্ঞান চর্চা ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বিদ্য-মান। নোবেল পরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ সালাম একবার বলে-ছিলেন, বিজ্ঞান ও তাঁর নিজের দেশ পাকিস্তান—এই দুইটির মধ্যে অব-শেষে তাঁকে বিজ্ঞানকেই বেছে নিতে হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন পাকিস্তানে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে বসবাস করা ও নিজের দেশে থাকা এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে একদিন তাঁকে বাধ্য হয়ে নিজের দেশই ত্যাগ করতে হয়। বিজ্ঞান সাধনা ও বিজ্ঞান চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য প্রবাস জীবনকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। ডঃ সালাম নিজের জীবনের এই কঠিন সত্য উদঘাটন করে তাঁর নিজের দেশ পাকিস্তানসহ উন্নয়নশীল দেশ-গুলোতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং বিজ্ঞান চর্চার সীমাবদ্ধতা ও প্রতি-কূলতার কথাটাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ডঃ সালাম উন্নয়ন-শীল দেশগুলোর এই অবস্থাকে বিশ্ববিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্নতা বলেই বর্ণনা করেন। প্রকৃত অবস্থাও আসলে তাই। বিজ্ঞান চর্চা, জ্ঞানা-নেষণ ও তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ-গুলোতে বিরাজমান সমস্যা ও সংকটই তার প্রমাণ। সামগ্রিকভাবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোর জীবনধারাই বিজ্ঞান-বিমুখ ও বিজ্ঞানবঞ্চিত। বিজ্ঞান রিক্ত বলেই সম্ভবত বিজ্ঞান নিয়ে মৌখিক আড়ম্বরেরও এখানে শেষ নেই। বিজ্ঞানই হচ্ছে আমাদের মতো দেশগুলোতে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত বিষয়। আর উন্নয়নশীল অনেক দেশেই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান খাতে ব্যয়ই সম্ভবত সবচেয়ে কম।

জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান সাধনা ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সামগ্রিকভাবে এসব দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিকেই যে বাধাগ্রস্ত করছে তাও বোধকরি না বললেই চলে। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। শিক্ষার অগ্রগতি ছাড়া এ যুগে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন অসম্ভব। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ যুগে যে-দেশ ও যে-জাতি যতো শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক সেদেশ ও সে জাতিই ততো উন্নত ও সমৃদ্ধ। যারা যতো শিক্ষাবঞ্চিত ও বিজ্ঞান-বিমুখ তারাই ততো দরিদ্র ও দুর্দশাপীড়িত। সমাজজীবনের দারিদ্র্য ও দুর্দশা দূর করার জন্যে আজ উন্নত শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ব্যতীত এ যুগে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। একথা মনে রেখেই বিজ্ঞান সচেতন ও তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হওয়া দরকার। আধুনিক বিশ্বের গতিশীল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে নিজেদের জীবনের দুর্দশাও মোচন করা যাবে না। অশিক্ষা ও অজ্ঞতাই সব সমস্যার উৎস। অবশ্য এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের বিবেকহীনতাও আমাদের মতো দেশগুলোর সমাজজীবনে কম দুর্দশা ডেকে আনেনি সেকথাও সত্য। কিন্তু সে দোষ তো শিক্ষা বা জ্ঞানের নয়, দোষ হচ্ছে ব্যক্তির। তাই জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞান চর্চার ধারাকে সজীব ও সচল করে না তুললে সমাজজীবনের দুর্দিন ঘুচবার নয়। জ্ঞানের জগৎ আজ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। প্রসারিত হয়েছে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমও। বই ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিকাশের যুগে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যেও নিয়ত অনেক তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে। পড়া ছাড়াও শুনে ও দেখে আমরা জানতে পারছি অনেক। তাই এ সময়ের একজন কিশোর কিংবা একজন বালকও অনেক অজ্ঞাত শব্দ ও বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত। একদিক থেকে তাদের জানার পরিধিও আগের চেয়ে অনেক বেশী। এর বেশীর ভাগই হয়তো ইনফরমেশন বা তথ্য উইজডম বলতে যা বোঝায় তা এভাবে অর্জন করা সম্ভব নয় সে কথা ঠিক। আর বোধির জগৎ প্রকৃত অর্থে কতোটাই বা প্রসারিত হয়? বলা হয়ে থাকে, মানুষে জ্ঞান অধ্যয়ন ও অভিনিবেশের ফল। সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে অনেকটা এ রকমই বলা হয়ে থা —মৌলিকত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো তাই প্রায় অনেকটাই নিরর্থক কারণ এক্ষেত্রেও অনেক শ্রে সৃজনশীল কর্মই নাকি অনুকর আর অনুসরণেরই মিলিত যোগফল